ভাব-সম্প্রসারণ
ও
সারাংশ

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১. অন্তর্নিহিত ভাবকে সম্প্রসারিত করতে পারবেন।

২. যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে গভীর ও গূঢ় ভাবকে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

৩. মূল বক্তব্য ও মর্মকথাকে নিজের ভাষায় বিস্তারিতভাবে লিখতে পারবেন।

ক্ষুদ্রাকারে রচিত কোন ভাবের গূঢ় অর্থ বোঝানোর জন্যে বিস্তারিতভাবে যে ব্যাখ্যা লেখা হয় তাকে ভাব-সম্প্রসারণ বলে।

অনেক ছোট কথার মধ্যে বড় কথার ভাব লুকিয়ে থাকে। বিশেষ করে কবি-সাহিত্যিকদের গদ্য ও কবিতায় এমন কিছু তাৎপর্যময় গভীর উক্তি থাকে যা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দাবি রাখে। বাক্যের ভেতরের এই ইঙ্গিতময় সূক্ষ্মভাব ও মর্মকথা সহজ-সরল ভাষায় বিস্তৃত আকারে প্রকাশ করার নামই ভাবসম্প্রসারণ।

ভাব-সম্প্রসারণের নিয়ম

১. উদ্ধৃত অংশটি বার বার পড়ে মূল ভাবটি বুঝে নিতে হবে।

২. যুক্তি ও উদাহরণ সহকারে অন্তর্নিহিত ভাবটি বিশদভাবে আলোচনা করতে হবে।

৩. বক্তব্য যাতে মূল ভাব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৪. এক কথার পুনরাবৃত্তি এবং বক্তব্য যাতে একঘেয়েমিপূর্ণ ও রসহীন না হয় সেদিকে মনোযোগী হতে হবে।

৫. ভাব-সম্প্রসারণের ভাষা হবে সহজ, সরল ও আকর্ষণীয়। মূল ভাব বোঝানোর জন্যে সার্থক দৃষ্টান্ত থাকা দরকার।

৬. মূল অংশ অপেক্ষা ভাবের সম্প্রসারণ দীর্ঘতর হবে।

ভাব-সম্প্রসারণের নমুনা

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড

একটি জাতির উন্নতির পেছনে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। শিক্ষা হল আলোর মতো। আলো যেমন অন্ধকার দূর করে, শিক্ষা তেমনি মনের অন্ধকার ঘুঁচিয়ে মানুষকে আলোকিত করে তোলে। জাতীয় উন্নতির পূর্ব শর্ত হল শিক্ষা। শিক্ষা না পেলে সমাজে কুসংস্কার, অনাচার, ক্লেদ বৃদ্ধি পেয়ে জাতি অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর জাতি কখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। তাই শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা যায়। শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে চীনা দার্শনিক

কুয়ানৎসু যে মতামত দিয়েছেন তা প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'যদি এক বছরের পরিকল্পনায় ফল পেতে চাও শস্য বপন করো, যদি দশকের পরিকল্পনায় ফল পেতে চাও তবে বৃক্ষ রোপণ করো, কিন্তু যদি সমগ্র জীবনের জন্য পরিকল্পনা করে ফল পেতে চাও তবে মানুষের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করো।'

শিক্ষা ব্যতীত ব্যক্তির জীবন কখনও বিকশিত হতে পারে না। ব্যক্তিজীবনে নিরক্ষরতা অভিশাপ। একজন অশিক্ষিত মানুষ সমাজ ও জাতির জন্যে বোঝাস্বরূপ। অশিক্ষা-কুশিক্ষা দেশকে ক্রমাগত অন্ধকারে তলিয়ে দেয়। তাই যে জাতির শিক্ষিতের হার যত বেশি সে জাতি তত উন্নত। আজকের উন্নত বিশ্বের দেশগুলো অশিক্ষার অভিশাপ থেকেই কেবল মুক্তি পায়নি, ধনে-জ্ঞানে-বিজ্ঞানে আজ তারা উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে গেছে। জাতীয় জীবনে শিক্ষা এতটা অপরিহার্য বলেই শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মেরুদণ্ড ছাড়া যেমন মানুষ দাঁড়াতে পারে না, তেমনি শিক্ষা ব্যতিরেকে জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন ও অন্ধকারময় হয়ে পড়ে।

ভাব-সম্প্রসারণের কতিপয় উদাহরণ

১. নানান দেশের নানা ভাষা
   বিনা স্বদেশী ভাষা, পুরে কি আশা?
২. চরিত্র মানুষের অমূল্য সম্পদ।
৩. সাহিত্য জাতির দর্পণ স্বরূপ।
৪. পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি।
৫. গ্রন্থগত বিদ্যা আর পর হস্তে ধন
   নহে বিদ্যা নহে ধন, হলে প্রয়োজন।
৬. ভোগে নয়, ত্যাগেই মনুষ্যত্বের বিকাশ।
৭. পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়
   পথের দুধারে আছে মোর দেবালয়।
৮. স্বদেশের উপকারে নাই যার মন
   কে বলে মানুষ তারে? পশু সেই জন।
৯. বই কিনে কেউ দেউলে হয় না।
১০. সাধুতাই সর্বোৎকৃষ্ট নীতি।

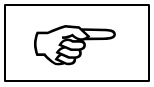

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১

নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১. ভাব-সম্প্রসারণে উদ্ধৃত অংশের মূল ভাব
   ক. বজায় থাকবে খ. বজায় থাকবে না
২. ভাব-সম্প্রসারণের ভাষা
   ক. সহজ, সরল হবে খ. সহজ, সরল হবে না
৩. মূল অংশ অপেক্ষা ভাবের সম্প্রসারণ
   ক. দীর্ঘ হবে খ. দীর্ঘ হবে না
৪. ব্যাখ্যা বক্তব্যের মূল ভাব থেকে
   ক. বিচ্ছিন্ন হবে খ. বিচ্ছিন্ন হবে না
৫. ভাব-সম্প্রসারণের ব্যাখ্যায়
   ক. পুনরাবৃত্তি ঘটবে খ. পুনরাবৃত্তি ঘটবে না
৬. বক্তব্যে উপমা, দৃষ্টান্ত
   ক. থাকবে খ. থাকবে না

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার পড়ুন ও নির্দেশ মত কাজ করুন।

উত্তর

১. ক, ২. ক ৩. ক, ৪. খ ৫. খ ৬. ক

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১. ছোট আকারে বড় ভাব প্রকাশ করতে পারবেন।

২. আবেগবহুল ভাষা বাদ দিয়ে সরাসরি মূল বক্তব্য সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপনের সুযোগ পাবেন।

একটি রচনা নানা কারণে দীর্ঘ হতে পারে। বিষয়ের কারণে সেখানে যুক্ত হতে পারে উদাহরণ, উপমা ও দৃষ্টান্তের বাহুল্য। ঘটনার ঘনঘটাও বিচিত্র নয়।। বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতায় এসব কিছুই হয়ত মানিয়ে যায়। কিন্তু সারাংশ রচনার ক্ষেত্রে এসব বাহুল্য একেবারে পরিতাজ্য। সেখানে অতিরিক্ত অলঙ্কার বাদ দিয়ে সহজ সরল ভাষায় বক্তব্য তুলে ধরতে হবে। মোট কথা, কোনো লেখা ছোট আকারে আকর্ষণীয় ভাষায় প্রকাশ করার নামই সারাংশ বা সারমর্ম। কবিতার ক্ষেত্রে এই সংক্ষিপ্তকরণকে বলা হয় সারমর্ম এবং গদ্যের ক্ষেত্রে একে সারাংশ হিসেবে অভিহিত করা হয়।

কোনো গদ্য বা কবিতা রচনায় যেসব যুক্তি, দৃষ্টান্ত, উপমা ও অলঙ্কার থাকে তা বাদ দিয়ে সহজ ও সরল ভাষায় বিষয়টি সংক্ষেপে প্রকাশ করার নামই সারাংশ বা সারমর্ম।

সারাংশ বা সারমর্ম লেখার নিয়ম

১. নির্ধারিত অংশটি বার বার পড়ে মূল বক্তব্য অনুধাবন করতে হবে।

২. মূল অংশে যেসব অপ্রয়োজনীয় উপমা, অলঙ্কার, দৃষ্টান্ত আছে সারাংশে তা বাদ দিয়ে আসল কথাটা লিখতে হবে।

৩. একই কথার পুনরাবৃত্তি করা যাবে না। তেমনি প্রয়োজনীয় অংশ বাদ দেয়া যাবে না।

৪. সারাংশ খুব ছোট কিংবা বড় হবে না। মূল অংশের চেয়ে তা অবশ্যই আকারে ছোট হবে।

৫. বক্তব্যের বর্ণনায় বিশেষণ, ক্রিয়াপদ, অলঙ্কার, উপমা, রূপক ইত্যাদি অবান্তর। বাহুল্য বাদ দিয়ে মূল বিষয়টি সরাসরি লিখতে হবে।

৬. মূল বিষয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ কোনো বিষয় সারাংশে অবতারণা করা যাবে না। অনুমান নির্ভর কোনো ব্যাখ্যা বাঞ্ছনীয় নয়।

৭. সারমর্ম কিংবা সারাংশ রচনার ভাষা মূলের অনুগামী হওয়া প্রয়োজন। সহজ-সরল মৌলিক ভাষায় বিষয়টি এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে সবার সহজবোধ্য হয়।

৮. উদ্ধৃত রচনায় একাধিক বিষয় থাকলে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হবে এবং মূল বিষয়টি থেকে যাতে রচিত অংশটি সরে না আসে সেদিকে সজাগ থাকতে হবে।

৯. শব্দ ও বাক্য প্রয়োগে সংযম অবলম্বন করতে হবে। একাধিক বিশেষণ প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় নয়।

১০.কোনো সাংকেতিক বিষয় থাকলে তার তত্ত্ব বের করতে হবে। ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য থাকলে দুই পক্ষের বক্তব্য আলাদাভাবে প্রকাশ করতে হবে।

সারমর্ম লেখার নমূনা

বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র
নানাভাবে নতুন জিনিস শিখছি দিবারাত্র
এই পৃথিবীর বিরাট খাতায় পাঠ্য যেসব পাতায় পাতায়
শিখছি সেসব কৌতূহলে সন্দেহ নাই মাত্র।

সারমর্ম : বিশ্ব প্রকৃতি নানা বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ এক বিশাল পাঠশালার মতো। এই বিশ্ব প্রকৃতির পাঠশালা থেকে পাঠ গ্রহণ করে একজন মানুষ নিজেকে অতি সহজে সুশিক্ষিত ও পরিপূর্ণ করে গড়ে তুলতে পারে।

সারমর্মের কয়েকটি উদাহরণ

১. আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

২. বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুপা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপর
একটি শিশির বিন্দু।

৩. বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়
দুঃখ তাপে ব্যথিত চিত্তে নাই বা দিলে সান্ত্বনা
দুঃখ যেন করিতে পারি জয়।

সারাংশ লেখার নমুনা

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণী। জগতের অন্যান্য প্রাণীর সহিত মানুষের পার্থক্য- মানুষ বিবেক ও বুদ্ধির অধিকারী। এই বিবেক, বুদ্ধি ও জ্ঞান নাই বলিয়া আর সকল প্রাণী মানুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ সাধন করিয়া মানুষ জগতের বুকে অক্ষয়কীর্তি স্থাপন করিয়াছে, জগতের কল্যাণ সাধন করিতেছে, পশুবল ও অর্থবল মানুষকে বড় বা মহৎ করিতে পারে না। মানুষ বড় হয় জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের বিকাশে। জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের প্রকৃত বিকাশে জাতির জীবন উন্নত হয়। প্রকৃত মানুষই জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন আনয়নে সক্ষম।

সারাংশ : সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণী হিসেবে জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের গুণে মানুষ জগতে যে অমরকীর্তি গড়ে তুলেছে পশুবল ও অর্থবল দিয়ে তা কখনও অর্জন করা সম্ভব নয়।

সারাংশের কয়েকটি উদাহরণ

১. জীবনের কল্যাণের জন্য, মানুষের সুখের জন্য এ জগতে যিনি যত কথা বলিয়া থাকেন– তাহাই সাহিত্য। বাতাসের উপর চিন্তা ও কথা স্থায়ী হইতে পারে না, মানব জাতি তাই অক্ষর আবিষ্কার করিয়াছে। মানুষের মূল্যবান কথা, উৎকৃষ্ট চিন্তাগুলি কোন যুগে পাথরে, কোন যুগে গাছের পাতায় এবং বর্তমান কাগজে লিখিয়া রাখা হইয়া থাকে। যে নিতান্তই হতভাগা, সে-ই সাহিত্যকে অনাদর করিয়া থাকে। সাহিত্যে মানুষের সকল আকাঙ্ক্ষার মীমাংসা হয়। তোমার আত্মা হইতে যেমন তুমি বিচ্ছিন্ন হইতে পার না, সাহিত্যকেও তুমি তেমনি অস্বীকার করিতে পার না– উহাতে তোমার মৃত্যু– তোমার দুঃখ ও সমান হয়।

২. কোন সভ্য জাতিকে অসভ্য করার ইচ্ছা যদি তোমার থাকে তাহলে তাদের সব বই ধ্বংস কর এবং সকল পণ্ডিতকে হত্যা কর, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। লেখক, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতরাই জাতির আত্মা। এই আত্মাকে যারা অবহেলা করে তারা বাঁচে না। দেশকে বা জাতিকে উন্নত করতে ইচ্ছা করলে সাহিত্যের সাহায্যে তা করতে হবে। মানব মঙ্গলের জন্য যত অনুষ্ঠান আছে, তার মধ্যে এটাই প্রধানত সম্পূর্ণ। জাতির ভেতর সাহিত্যের ধারা সৃষ্টি কর, আর কিছুরই আবশ্যক নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১. সারাংশ/সারমর্মে মূলের অপ্রয়োজনীয় দৃষ্টান্ত উপমা -
   ক. থাকবে খ. থাকবে না
২. একই কথার পুনরাবৃত্তি -
   ক. হবে খ. হবে না
৩. সারাংশ মূলের চেয়ে -
   ক. বড় হবে খ. ছোট হবে
৪. সারাংশের ভাষা মূল রচনার -
   ক. অনুগামী হবে খ. হবে না
৫. বক্তব্যে একাধিক বিশেষণ -
   ক. বাঞ্ছনীয় খ. বাঞ্ছনীয় নয়
৬. সাংকেতিক বা রূপক ভাষা থাকলে তার তত্ত্ব -
   ক. উন্মোচিত করতে হবে খ. উন্মোচিত করতে হবে না
৭. শব্দ ও বাক্য প্রয়োগে সংযমী -
   ক. হতে হবে খ. হবে না

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১. খ ২. খ ৩. খ ৪. ক ৫. খ ৬. ক ৭. ক